The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

সমাজভাষিক সংজ্ঞাপনে সন্তোষ-শর্ত পূরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ : প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

Abstract : The main purpose of using language is to connect or communicate with each other.Any subject has its own meaning which the people of the society assimilate based on their environment.The concept of language use is based on elements influencing society and culture.Felicity condition is an important linguistic element in the application of language in the context of social behavior.In addition, the presence of verbal and non-verbal elements influenced by social and cultural values is noticeable in the occurrence of communication. In our society, the form of communication, greatly depending on the social position of the speaker and the listener. In this article, felicity condition influenced social behavior has been analyzed by collecting samples of verbal and nonverbal elements of language.

চাবি শব্দঃ সন্তোষ শর্ত, প্রতিবেশ, সংজ্ঞাপন, সামাজিক আচরণ, বাচনিক ও অবাচনিক ভাষিক উপাদান।

১.১ ভূমিকা

ভাষা সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সাংস্কৃতিক জ্ঞান এবং মানসিক চিন্তার উপাদানের প্রধান সামাজিক বাহন হলো ভাষা। সামাজিক উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সব কিছুর সাথে ভাষা ব্যবহার প্রক্রিয়া জড়িত। সামাজিক মনোবিজ্ঞান জড়িত। ভাষা সাধারণত এমন একটি মাধ্যম যা দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত মানসিক বিষয়গুলোর সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, মানুষের আচরণের প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন উপাদান ভাষাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিবেশ অনুযায়ী প্রয়োগে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা গড়ে ওঠে। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবেশ অনুযায়ী আচরণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনের সন্তোষ শর্ত (felicity condition) ভাষা ব্যবহারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষিক প্রতিবেশগত উপাদান। সমাজভাষিক আচরণের প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত ভাষা প্রয়োগের স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

সামাজিক আচরণে সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত ভাষা ব্যবহার অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। পূর্বে বাংলাদেশের প্রতিবেশে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত ভাষার ব্যবহারিক উপাদান সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ কোনো গবেষণা হয়নি। আলোচ্য গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হলো আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রাথমিক এবং বহুল প্রচলিত ভাষিক যোগাযোগ উপাদানের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত এবং সংখ্যাগত অর্থাৎ মিশ্রপদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালোয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যায়নরত পনের জন শিক্ষার্থীর সামাজিক প্রতিবেশে ব্যবহৃত সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তগত ভাষিক যোগাযোগগত উপাদান ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য নমুনা গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সামাজিক আচরণ, সন্তোষ শর্ত এবং ভাষিক উপাদান বিষয়ক গ্রন্থ এবং গবেষণা পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

২.৩ গবেষণা প্রশ্ন

আলোচ্য গবেষণায় সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত, ভাষায় অবাচনিক উপাদানের ব্যবহার, সামাজিক ভাষিক আচরণ এবং সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সম্পর্কে প্রথমে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিজ নিজ সামাজিক প্রতিবেশে তাঁদের ব্যবহৃত সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত সামাজিক ভাষিক আচরণগত উপাদনের নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল-

ক) সামাজিক প্রতিবেশে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনের ক্ষেত্রে সন্তোষ শর্ত পূরণের লক্ষে কী ধরনের ভাষিক উপাদান উপস্থাপিত হয়ে থাকে?

খ) সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সন্তোষ শর্ত পূরণের লক্ষে ভাষিক উপাদান কীভাবে বিশ্লেষিত হয়?

৩. তাত্ত্বিক ধারণা

৩.১ সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত (Felicity condition)

মনের ভাব প্রকাশে প্রাথমিক উদ্দেশ্যই থাকে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন। সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তের ধারণা অস্টিন, ১৯৬২ সালে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে উচ্চারিত বক্তব্য দ্বারা কাজ সম্পাদন করা সম্ভব যা তিনি speech act বা কথন কৃতি হিসেবে চিহিত করেন (শাহরিয়ার, ২০১৩)। ভাষা ব্যবহারে বা উচ্চারণে কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। ভাষা প্রয়োগে বিবৃতি, প্রশ্ন, আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ প্রকাশ

করা যায়। বক্তা তাঁর মনের ভাব উপস্থাপনের সময়কার উদ্দেশ্যে বা কোনো প্রতিবেশে বক্তব্য রাখছেন সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন। এক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থান বক্তা এবং শ্রোতার ভাষিক উপস্থাপনগত সম্পর্কের ওপর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বক্তার বক্তব্য শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য বা মেনে নেয়ার পিছনেও এই ধারণা কাজ করে থাকে। এই ধারণাকে অস্টিন (Austin, 1962) সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। বক্তা বা শ্রোতার সামাজিক অবস্থান আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্তি প্রকাশে বক্তার সামাজিক অবস্থান শ্রোতাকে কাজ সংগঠনে প্রভাবিত করে থাকে। অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভাষিক সংগঠন প্রক্রিয়াতে বক্তার বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা শ্রোতার প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ইয়েলের মতে (Yule, 1996), ভাষিক আদান প্রদান-সফল হবে যখন বক্তা-শ্রোতার অর্থপূর্ণ ভাষিক সংগঠন সম্পূর্ণ হবে। সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তের ধারণা ব্যক্তি তাঁর পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে। সার্লের মতে (Searle,1969), সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তের কারণে বক্তা-শ্রোতার ভাষিক সংজ্ঞাপনে সফলভাবে কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ অস্টিনের কথন কৃতি ধারণার সফল সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত বিশেষ ভূমিকা রাখে। ভাষা ব্যবহারের ধারণা সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভাবিত উপাদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। সামাজভাষিক আচরণের প্রেক্ষাপটে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সন্তোষ শর্ত (Felicity condition) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদান। প্রতিটি সমাজেই সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনের জন্য ব্যক্তি পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রতিবেশ অনুযায়ী প্রকাশ পায়। পরিবেশভেদে ভাষিক আচরণের বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনা দেখা যায় (Prasojo, 2013)।

৩.১.১. ভাষিক উপাদান বাচনিক-অবাচনিক (verbal-nonvarbal) কথন-কৃতি

ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপন বা যোগাযোগ স্থাপন করা। যেকোনো বিষয়েরই একটি নিজস্ব অর্থ আছে যা সমাজের মানুষ নিজের প্রতিবেশের উপর ভিত্তি কিরে আত্মস্থ করে থাকেন। ব্যক্তি মনের ভাব প্রকাশে ভাষা ব্যবহারে উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত উভয় উপাদান ব্যবহার করে থাকেন। ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যক্তির মুখনিঃসৃত ভাষিক উপাদানকে বাচনিক এবং অনুচ্চারিত অভাষিক উপাদানকে অবাচনিক ভাষিক উপাদান বলে উল্লেখ করা যায়। অস্টিন তাঁর বিখ্যাত কথন-কৃতি তত্ত্বে (১৯৫৫) প্রথম কথন-কৃতির উল্লেখ করেন। তাঁর মতে একজন বক্তা তাঁর শ্রোতার উদ্দেশ্যে যা ব্যক্ত করছেন সেই মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা একটি কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। বক্তার বক্তব্যের পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে যা শোনার পর শ্রোতা কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হন। আর এ উদ্দেশ্যকে তিনি একটি শক্তি (force) বলে উল্লেখ করেন এবং Illocutionary force নামকরণ করেন (অস্টিন, ১৯৬২)। ভাষা ব্যবহারে বক্তার সাথে শ্রোতার কথোপকথনে কথন-কৃতির রূপের মাধ্যমে সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। বক্তব্য উপস্থাপন সাধারণত সামাজিক প্রতিবেশগত কারণেই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে সার্লে (Searle, 1985) মনে করেন, বক্তব্য প্রকাশে বক্তার অন্তর্নিহিত বা

সুপ্ত আকাঙ্খা শ্রোতার উদ্দেশ্যে উচ্চারণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধারণা দেয়। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারে বক্তার বক্তব্য বাচনিক প্রক্রিয়া বা উচ্চারণের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে উপস্থাপিত হয়। বিমূর্ত বোধ এবং বস্তু-পরিবেশের আপেক্ষিক সম্পর্কের অন্তর্লীন গহবর থেকে জন্ম নেয় প্রতীক (শাহরিয়ার, ২০০৮ : ১৬)। সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনে ভাষা উপস্থাপন হয়ে ওঠে একটি সমাজের বিধি-নিষেধ বিনম্রতা প্রভৃতি ভাষিক আচরণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবির পরিচায়ক। সমাজে একে অপরের সাথে ভাষা ব্যবহারে ভাষিক আচরণের চিত্র ফুটে ওঠে (Brown & Levinson, 1987)। ভাষায় ব্যবহৃত অবাচনিক উপাদানের উপস্থিতি বিশ্বজনীন অর্থের ধারণা প্রকাশ করলেও এ জাতীয় অবাচনিক উপাদান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিবেশ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। প্রতিটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমাজ থেকে বিভিন্ন আচরণগত উপাদান (আর্থ-সামাজিক, বয়সগত, লিঙ্গভেদে প্রভৃতি) গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সংজ্ঞাপনগত আচরণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায় (Richely, 2001)।

৩.১.২. অঙ্গভঙ্গি (Gesture)

অর্থ বোধগম্যতার ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভাষিক উপাদান। অবাচনিক যোগাযোগ সংঘটিত হয়, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন প্রতঙ্গের সাহায্যে। বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গ (চোখ, মাথা, ঠোঁট, মুখমণ্ডল, হাত, পা) এর মাধ্যমে সংগঠিত অঙ্গভঙ্গি (gesture), স্পর্শ (touch) প্রকাশ কৃতি হিসেবে কাজ করে থাকে। সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনে বক্তা-শ্রোতার ভাষিক ক্রিয়া উপস্থাপনে অবাচনিক উপাদানগুলো গুরুত্ব পায়। সচেতন এবং অসচেতনভাবে বক্তা বক্তব্য প্রকাশে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে থাকেন, এতে শ্রোতার কাছে বক্তার বক্তব্যটি আরও সহজে বোধগম্য হয় (Knapp& Hall, 2010)। প্রতিবেশভেদে অঙ্গভঙ্গির ভিন্নতা দেখা যায়। সমাজ, সংস্কৃতি, আচার, অভিজ্ঞতা এবং ব্যাক্তিভেদেও ভাষা উপস্থাপনে অবাচনিক উপাদানের অর্থের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

৩.১.৩ সামাজিক আচরণ (Social-behavior)

একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে মানুষ সব সময়েই তাঁর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হন। মানসিকভাবে ছোটবেলা থেকেই ভাষা ব্যবহারের একটি ধারণা তৈরি হয়ে যায়। কোন পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহারের কোনো ধরনের উপাদান প্রয়োগ করা প্রয়োজন এই বিষয়টি একজন ব্যক্তি অবচেতন ভাবে তাঁর পরিবেশ থেকে গ্রহণ করেন (Sperber & Wilson, 1986)। সাধারণত সামাজিক পরিবেশ একজন ভাষা ব্যবহারকারীকে একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনের ক্রিয়া কী রূপ হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সামাজিক প্রতিবেশ অনুযায়ী মানুষ ভাষা প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। একে অপরের সাথে মানুষের আচরণগত উপস্থাপন ভাষার মাধ্যমেই উপস্থাপিত

হয়। ভাষিক আচরণ প্রকাশে একটি সমাজে ভাষা ব্যবহারকারীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থান সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ সম্ভব। সাধারণত ভাষিক আচরণের উপস্থাপন সমাজের ভাষিক প্রতিবেশ নির্ভর হয়ে থাকে। এর কারণেই একই ব্যক্তি একেক প্রতিবেশে একেক ধরনের ভাষিক উপাদান ব্যবহার করে থাকেন (Krauss & Fussell, 1996)। সাধারণত বক্তার সামাজিক অবস্থান, সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত ভাষিক আচরণ ও সংজ্ঞাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে (Chusni, 2019)। পাশাপাশি ভাষা ব্যবহারে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত ভাষিক ও অভাষিক উপাদানের সমন্বিত উপস্থিতি লক্ষণীয়। আমাদের সমাজে বক্তা শ্রোতার সামাজিক অবস্থানভেদে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনের রূপটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

৪.১ সংগৃহীত উপাত্ত উপস্থাপন

আলোচ্য গবেষণা পত্রের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে যে, অংশগ্রহণকারীগণ সকলেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিবেশে মূলত নিম্নে উপস্থাপিত ভাষিক আচরণগত উপাদানগুলো উপস্থাপন করে থাকেন।

সারণি ৪.১ : সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত বাচনিক এবং অবাচনিক উপাদানের উপাত্ত

উপাত্তের ধরন	সংগৃহীত উপাত্ত
বাচনিক উপাদান	সম্বোধনের ক্ষেত্রে (আপনি, তুমি, তুই প্রভৃতি এবং সম্পর্কবাচক শব্দের প্রয়োগ)
	উত্তরদানের ক্ষেত্রে (হ্যাঁ/ জী/আজ্ঞে, না/ জী-না প্রভৃতি)
	ভাব প্রকাশে (মান বাংলা, আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ)
	ভাষা ব্যবহারে অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্য (গলা উঁচিয়ে কথা না বলা)
	ভাষিক আচরণ (মুখে মুখে কথা না বলা)
	বাচন ক্রিয়ার প্রকাশ (আদেশ, নিষেধ প্রভৃতি)
অবাচনিক উপাদান	আঙুলের ব্যবহার (আঙুল তুলে নির্দেশ না করা)
	হাতের ব্যবহার (ডান হাত বা হাতের থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়)
	স্পর্শ (হ্যান্ডশেক, কোলাকুলি প্রভৃতি)
	মাথার ব্যবহার (মাথা নাড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দান)
	চোখের ব্যবহার (বড়দের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা না বলা)

	পায়ের ব্যবহার (পায়ের উপর পা তুলে বসা)
	ধর্মীয় আচরণ প্রভাবিত অঙ্গভঙ্গি (সালাম, নমস্কার, গড় হয়ে প্রণাম, কোলাকুলি)
	সামাজিক আচরণ প্রভাবিত (উঠে দাঁড়ানো, জুতা পায়ে শব্দ করে হাঁটা)
	অবাচনিক ক্রিয়ার প্রকাশ (আদেশ, নিষেধ প্রভৃতি)

৪.২ সন্তোষ শর্ত পূরণে উপাত্ত বিশ্লেষণ

প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমেয় যে, প্রাত্যহিক জীবনে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদান দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হন। শিশুকাল থেকেই পরিবার-পরিজন বা সমাজের মানুষের আচরণ থেকে ভাষিক ও অভাষিক সকল উপাদান আশস্ত করে থাকেন। শিক্ষার্থীগণ হতে সংগৃহীত উপাত্ত থেকে ভাষার বাচনিক এবং অবাচনিক উপাদানের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায় যা সম্পূর্ণই সন্তোষ শর্তের কারণে প্রভাবিত।

৪.২.১ বাচনিক আচরণে সন্তোষ শর্তের উপস্থিতি

মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ভাব বিনিময়ের কার্যকরী উপস্থাপন হলো কথিত ভাষিক উপাদান। মানুষ তার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনে ভাষা উপস্থাপন করেন। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীগণ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ভাষিক উপস্থাপনে সর্বনাম পদ, নামবাচক বিশেষ্য, সম্বোধন পদ প্রভৃতি ব্যাকরণিক উপাদানের প্রয়োগগত ভাষা উপস্থাপনায়, সামাজিক আচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন।

৪.২.১.১ সর্বনামের ব্যবহার

ব্যক্তি তার সমাজের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাষায় সচেতনভাবে সর্বনামের প্রয়োগ করে থাকেন। এতে গুরুত্ব পায় ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, বয়স, লিঙ্গ, ধর্মীয় অনুশাসন, আন্তরিকতা প্রভৃতি (Brown & Gilman, 1960)।

ক) শিক্ষার্থীগণ প্রত্যেকেই বলেছেন যে সাধারণত তাঁরা তাঁদের থেকে বয়সে বড়দের আপনি করে সম্বোধন করেন। সমবয়সীদের তুমি বলে সম্বোধন করেন। তবে অনেক পরিবারে ভাই-বোন একে অপরকে তুই বলে সম্বোধন করে থাকেন। অনেকে মাকে তুই বলেও সম্বোধন করে থাকেন। তবে আমাদের সমাজে পিতাকে তাঁরা তুই বলে সম্বোধন করতে শোনেন নাই। অনেক সময় তাঁদের পিতা-মাতাসহ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি

পরিবারের ছোটদের তুই বলে সম্বোধন করে থাকেন। অনেক পরিবারে স্ত্রী স্বামীকেও আপনি বলে সম্বোধন করে থাকেন। আবার কিছু পরিবারে পিতা কন্যাকে আপনি বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে সাধারণত নারী সদস্যগণ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যকে আপনি বলে সম্বোন্ধন করে থাকেন।

খ) তবে তাঁদের অভিজ্ঞতায় সর্বনাম ব্যবহারে সামাজিক অবস্থানভেদে 'আপনি-তুমি-তুই' এর ব্যবহারের ভিন্নতা নজরে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পূর্বে যখন তাঁরা স্কুল বা কলেজে পাঠ গ্রহণরত সময়ে সমবয়সীদের তুমি বলে সম্বোধন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পরবর্তী সময়ে সমবয়সী অপরিচিত মানুষের সাথে তুমি ব্যবহার না করে আপনি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বয়সভেদে ভাষা ব্যবহারে এ পার্থক্য তাঁদের মধ্যে সূচিত হয়েছে।

গ) বাড়িতে কাজে সাহায্যকারী ব্যক্তি বয়সে বড় হলেও তুমি বলে সম্বোধন করা অনেক সময় তুই বলেও সম্বোধন করা অথবা একটি অপরিচিত শিশুকে শুধু মাত্র তার সামাজিক অবস্থানের কারণে তুমি বা তুই সম্বোধন করা আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের একটি অতি পরিচিত চিত্র। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- কোনো যানবাহন যথা রিক্সাচালককে বয়সে বড় হলেও তুমি বলে সম্বোধন করা হয়। একজন পথ-শিশুকে অবলীলায় তুই সম্বোধন করা হয়।

৪.২.১.২ সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দের ব্যবহার

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক সম্বোধনের ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত সামাজিক আচরণ অতি পরিচিত একটি বিষয়।

ক) সাধারণত পরিচিত বা অপরিচিত বয়সে ছোটদের নাম ধরে সম্বোধন করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান গুরুত্ব পায়। সামাজিক ভাবে যদি ব্যক্তির থেকে অর্থনৈতিক ভাবে কম সচ্ছল হন তবে বয়জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বয়সে ছোট ব্যক্তিটিকে নাম ধরে নয় বরং নামের সাথে আপা-ভাই/স্যার-ম্যাডাম শব্দগুলো ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বাসায় সাহায্যকারীব্যক্তিটিকে গৃহকর্তার সন্তানের নামের সাথে আপু বা ভাইয়া শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এছাড়াও উপাত্ত সংগ্রহকারী শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনস্ত কর্মচারীগণ (অফিস সহকারী, পিওন, দারোয়ান) তাঁদের নামের সাথে ভাই-আপু/আপা সংযোগ করে সম্বোধন করছেন।

খ) পরিবারের বড়দের আত্মীয়তার সূত্র ধরে সবাই নানা-নানি, দাদা-দাদি, ঠাকুদা-ঠাকুমা, খালা-খালু, পিসি-পিসে, মাসি-মেসো, মামা-মামি, চাচা-চাচি, ফুফা-ফুফু, আপা-দুলাভাই, দাদা-বৌদি, ভাইয়া-ভাবি প্রভৃতি সম্বোধন করে থাকেন। বয়সে ছোট ব্যক্তিদের সম্পর্কের সাথে সমঞ্জস্য রেখে শালা-শালি/ দেবর-ননদ/ননোদিনি, সমন্ধি প্রভৃতি সম্বোধন করার রীতিও আমাদের সমাজে প্রচোলিত আছে।

গ) বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে সম্বন্ধবাচক শব্দ ব্যবহারে তারতম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বৈবাহিক সূত্রে বড় জা (ভাসুর বা দেবরের স্ত্রী) যদি ছোট জায়ের চেয়ে বয়সে ছোটও হন তবু বড় জাকে ভাবি এবং ছোট জাকে নাম ধরে সম্বোধন করার রীতি আমাদের সমাজে প্রচোলিত রয়েছে। আবার স্ত্রীর বড়বোন/ভাই ছোট বোনের স্বামীর থেকে বয়সে ছোট হলেও সাধারণত তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে আপা/ভাই আত্মীয়বাচক শব্দের ব্যবহার করা হয়।

ঘ) সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্র ধরে, বয়সে ছোট হলেও বয়সে বড় ব্যক্তি ছোট ব্যক্তিটিকে সম্ভাষণ হিসেবে পূর্বে সালাম বা নমস্কার করার রেয়াজও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্বামী বা স্ত্রীর বড়বোন/ভাই বয়সে ছোট হলেও তাঁদেরকে সম্মানার্থে পূর্বে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা হয়।

ঙ) আত্মীয়ের সম্পর্ক না থাকলেও অপরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আপা-ভাই, চাচা-খালা, দাদা-দিদি শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করে থাকেন।

চ) বর্তমানে 'মামা' শব্দটিকে নারী-পুরুষ বা বয়সভেদে একে অপরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- রিক্সাচালক শিক্ষার্থী নারী-পুরুষকে সমান ক্ষেত্রে মামা বলে সম্বোধন করছেন। আবার শিক্ষার্থীগণও তাঁকে মামা বলেই সম্বোধন করে থাকেন।

ছ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রেক্ষাপটে হলে অবস্থানরত নারী শিক্ষার্থীগণ বলেন যে তাঁরা (নারীদের হল যেমন- রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল প্রভৃতি) হলের অধস্ড়ন কর্মরত পুরুষ ব্যক্তি বয়স যাই হোক না কেন তাঁদেরকে দাদু বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে তাঁরা নারী কর্মীদের খালা বলেই সম্বোধন করে থাকেন।

৪.২.১.৩ সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটনে উত্তরদানের ক্ষেত্রে

সাধারণত কোন প্রশ্নের উত্তরদানে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত ভাষিক আচরণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

ক) সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলবার সময় প্রশ্নের প্রতিউত্তরে সাধারণত তাঁরা ব্যবহার করেন জী বা জী না শব্দ। পরিবারেও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে তাঁরা জী বা জী না শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ- শিক্ষক, পিতা প্রভৃতি।

খ) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাঁরা জী বা জী-না শব্দের ব্যবহার করেন। যথা- মৌখিক পরীক্ষা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সাথে।

গ) সাধারণত পরিবার পরিজনের সাথে ও অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাঁরা হ্যাঁ বা না শব্দের ব্যবহার করে থাকেন।

ঘ) তবে আর্থ-সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটনে হ্যাঁ বা না শব্দে উত্তর দিয়ে থাকেন।

৪.২.১.৪ ভাব প্রকাশে মান ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মান ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মান বাংলার পাশাপাশি চলিত কথ্য ও আঞ্চলিক ভাষারও ব্যবহার দেখা যায়। এক্ষেত্রেও সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে, আর্থ-সামাজিক মর্যাদার বিবেচনার ধারণা তাঁদের ভাষা প্রয়োগে প্রভাব রাখে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁরা যখন শ্রেণিকক্ষে থাকেন তখন শিক্ষকের সাথে আলাপচারিতায় মান বাংলার ব্যবহার করে থাকেন। আবার একই শিক্ষার্থী একজন রিকশাচালক বা তাঁর বাসায় যিনি কাজে সহযোগিতা করেন তাঁর সাথে কথোপকথনে ভাষার চলিত কথ্য রূপ বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

৪.২.১.৫ ভাষিক আচরণে প্রভাব

ক) আমাদের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কথা বলবার সময় জোরে কথা বলা বা গলা উঁচিয়ে কথা বলাকে অশোভনীয় আচরণ হিসেবে স্বীকৃত। পদমর্যাদায় বা সাধারণত বয়সে বড় হলে কথা বলার সময় নমনীয়ভাবে কথা বলাই আমাদের সামাজিক প্রতিবেশের স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ধরা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষক, পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন প্রভৃতি মানুষের সাথে এ জাতীয় ব্যবহার সচেতনভাবে করা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে বাড়িতে যিনি কাজের সহযোগী বা আর্থ সামাজিক দিক দিয়ে অধিনস্ত ব্যক্তি তাঁর সাথে ভাষা ব্যবহারের এ রূপটির ব্যাপারে অনেকেই সচেতন নন।

খ) আবার আমাদের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির কথা বলার সময় তর্ক করা বা মুখে মুখে কথার জবাব অর্থাৎ কথারপৃষ্ঠে কথার উত্তর দেয়াকে অশোভন আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক মর্যাদার বিচারে বয়সের হিসেব গণ্য হয় না। যদিও ভাষিক আচরণের এ রূপটি অগ্রহণযোগ্য তবুও আমাদের সমাজে এমন ধারা ভাষিক আচরণ খুবই স্বাভাবিক ভাষিক প্রতিক্রিয়া।

গ) আমাদের সমাজে অনেক অঞ্চলেই সামাজিক রীতিগত আচরণের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম নারী

সদস্যগণ উচ্চারণ করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- শিক্ষার্থীগণের মায়েরা কেউই তাঁদের স্বামীকে নাম ধরে সম্বোধন করেন না। আবার যদি প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য কিছুর সাথে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কারো নামের সাদৃশ্য থাকে তবে সেই জিনিস বা বিষয়টির নাম তাঁরা অন্য ভাবে পরিবেশন করে থাকেন, যেমন- কার স্বামীর নাম যদি থাকে 'চান মিয়া' তবে রাতের আকাশে চাঁদকে 'রাইতের সুরুজ' বলে অভিহিত করে থাকেন প্রভৃতি।

৪.২.১.৬ কথন-কৃতির প্রকাশ

আমাদের সমাজে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের ভাষিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমরা কম বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকি। পরিবারের ভেতর পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন বা গুরুজনের আদশ, নিষেধ, পরামর্শ গ্রহণ করা সামাজিক রীতির একটি অংশ। কিন্তু বয়সে ছোট হয়েও অন্ন ব্যক্তিদের সাথে কথন কৃতির এ জাতীয় কার্যসম্পাদি ভাষিক উপাদন উপস্থাপন খুবই পরিচিত একটি বিষয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন সরকারি ছুটি ঘোষণা করবেন তখন তাঁর ক্ষমতাবলের উপর আস্থা রেখে দেশবাসী ছুটি পালন করবেন। বা ঈদের চাঁদ দেখা কমিটির প্রধান যখন চাঁদের আকৃতি ও সময় দেখে নির্ধারণ করবেন ঈদের সময়সূচি তখন সে অনুযায়ী ঈদ উৎসব পালন করা হবে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি ধর্মীয় উপাসনালয়ে হুজুর, পুরোহিত, পাদ্রী, প্রধান বৌদ্ধ ভিক্ষুর আহবানে সময় অনুযায়ী ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিগণ ধর্ম পালন করেন। আবার পরিবারে প্রধান কর্তা-কত্রি হিসেবে পিতা-মাতা নির্ধারণ করবেন সন্তানের জীবন কাঠামো, আদেশ-বিধি-নিষেধ প্রভৃতি। ঠিক তেমনি বয়সে ছোট হয়েও আর্থ সামাজিক কারণে বয়সে বড় ব্যক্তির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও কথন কৃতির মাধ্যমে লক্ষ করা যায়।

৪.২.২ অবাচনিক আচরণে সন্তোষ শর্তের উপস্থিতি

সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ অবাচনিক সংজ্ঞাপন সংগঠনে সন্তোষ শর্ত সচেতন বা অবচেতন মনে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

৪.২.২.১ হাতের ব্যবহার

ক) সাধারণত আমাদের সমাজে প্রাত্যহিক কাজে ডান হাতের ব্যবহার বেশি নজরে আসে। এক্ষেত্রে ডান হাতের অঙ্গুলি নির্দেশ করে অনেক সময় আমরা অবাচনিক ভাষিক উপস্থাপনা করে থাকি। তবে সাধারণত সামাজিক রীতি অনুযায়ী কোন দ্রব্য বা মানুষের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করা অশোভন বলে ধরা হয়।

খ) বড়দের বা সম্মানিত ব্যক্তিদের কোন জিনিষ দেয়ার সময় প্রদানকারী অনেক সময় দুই হাত দ্বারা বা ডান হাতের কব্জির নিচে বা হাত রেখে তা প্রদান করেন।

গ) অনেকেই খাদ্য গ্রহণের সময় পানি খাবার প্রয়োজন বোধ করলে বা হাতে গ্লাস নিয়ে ডান হাত বা হাতের কব্জির নিচে ধরে পানি পান করেন।

৪.২.২.২ মাথার ব্যবহার

ক) সামাজিক রীতি অনুযায়ী একই অবাচনিক ভাষিক উপস্থাপনায় সাহায্যকারী অঙ্গ-মাথা এক একটি প্রতিবেশে সুখময়তার শর্তের প্রভাবে এক এক ধরনের অর্থ প্রকাশক। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, যথা-মৌখিক পরীক্ষা বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীগণ নারী-পুরুষ নির্বিচারে শিক্ষকের প্রশ্নের প্রতি উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে বা ডান দিকে বা দিক করে হ্যাঁ বা না উত্তর দিয়ে জী বা জীনা শব্দ ব্যবহার করে উত্তর দেয়াই শ্রেয়।

খ) গ্রামাঞ্চলের কিছু প্রতিবেশে যেখানে নারীরা পরিবারের বা পরিবারের বাইরের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষদের কথার প্রতি উত্তরে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিয়ে থাকেন।

৪.২.২.৩ শারীরিক স্পর্শ

আমাদের সমাজের সামাজিক রীতি বা ধর্মীয় অনুশাসনগত প্রতিবেশের প্রেক্ষাপটে পরিচিত অপরিচিত নারী পুরুষের শারীরিক স্পর্শ শোভনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয় না। তাই একই সাথে বেড়ে ওঠা পরিবারের ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও এ বিষয়ে দূরত্ব দেখা যায়। এছাড়াও সমবয়সী শিক্ষার্থীগণও একে অপরের (নারী-পুরুষ) সাথে স্পর্শ সাধারণত করেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেশে শ্রেণিকক্ষে বা খেলার মাঠে তাঁদের কোন ধরনের সাফল্যে ডান হাত উপরে তুলে একে অপরের সাথে হাত মিলানো (high five) বা অনেকেই অনেক সময় তাঁরা হ্যান্ডশেকও করে থাকেন বলে জানান।

পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তির সাথেও বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের সময়ে (ঈদ) পুরুগণ কোলাকুলি করে থাকেন। কর্মক্ষেত্রেও হ্যান্ডশেক করার রেয়াজ আছে তবে তা কেবল পুরুষের সাথে নারীর সাথে নয়। এমনকি কোন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও পুরস্কার গ্রহণকালে কোন নারী পুরস্কার প্রদানকারী থাকেন তবে অনেক সময় পুরুষ গ্রহণকারী সম্মানসূচক অঙ্গভঙ্গি করেন কিন্তু হাত স্পর্শ করেন না। এ প্রতিবেশে নারী পুরস্কার গ্রহণকারীগণের পুরুষের হাত স্পর্শ করার সংখ্যা আরও বেশি। তবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই বলেছেন তাঁদের শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রীতি খুবই কম দৃশ্যমান তবে এই প্রতিবেশটি তাঁরা তাঁদের অঞ্চলে অনেক বেশি মাত্রায় লক্ষ করেছেন। অনেকসময় কাউকে দোয়া বা আশীর্বাদের উদ্দেশ্যে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে (নারী-পুরুষ) বা পিঠে হাত দিয়ে (পুরুষ) স্পর্শ করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিশেষ প্রতিবেশে মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করা (দোয়া, আশীর্বাদ) অশোভনী নয়।

৪.২.২.৪ সামাজিক আচরণ প্রভাবিত অবাচনিক ক্রিয়া

ক) সামাজিক রীতি অনুযায়ী সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি কোন একটি স্থানে উপস্থিত হন তবে বসে থাকা অবস্থায় কমবয়সী ব্যক্তিগণ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানান বা তিনি যেই স্থানে বসে ছিলেন তা তাঁর থেকে বয়সে বড় ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে বলেন। তবে এক্ষেত্রেও ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থান সুখময়তার শর্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- বিশ্ববিদ্যালয়ে বা হলের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় বয়সে ছোট শিক্ষককে দেখে বয়সে বড় দারোয়ান তাঁর জায়গা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করেন।

খ) বড়দের সামনে জুতা পায়ে শব্দ করে হাঁটা বা খাদ্য গ্রহণের সময় শব্দ করে খাওয়াকে বেয়াদবি ও অশোভন হিসেবে গণ্য করা হয়। হাঁচি, কাশি হলে মুখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখা শোভন।

গ) বড়দের সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসা বেয়াদবি বা অশোভন হিসেবে ধরা হয়।

ঘ) আমাদের সামাজিক রীতিতে বড়দের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা না বলা খুবই পরিচিত একটা সামাজিক অবাচনিক উপস্থাপন। তবে সামাজিক মর্যাদার উপর এই অবাচনিক ভাষিক ক্রিয়ার তারতম্য দেখা যায়। আবার বড়দের সাথে রেগে গিয়ে চোখ বড় করে তাকানোও আমাদের সামাজিক রীতিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

ঙ) আমাদের সমাজে বড়দের গায়ে পা লেগে গেলে তাঁকে সালাম করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। অনেক সময় জড় বস্তুতে (গ্রন্থ, খাবারজিনিস ইত্যাদি) পা লেগে গেলেও তা ধরে সালাম করা খুব স্বাভাবিক একটি বিষয় বলে গণ্য করা হয়।

চ) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সামনে কোনো জিনিস শব্দ করে রাখা বা দরজা জোরে শব্দ করে বন্ধ করা আমাদের সামাজিক রীতিতে অশোভন হিসেবে ধরা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- কেউ যদি জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করেন তবে এ শব্দের পিছনে যিনি দরজা বন্ধ করছেন তার মানসিক চিন্তার একটি রূপ বোঝা যায়। শব্দের আওয়াজের পার্থক্যের উপর বাচনিক ভাষা ব্যবহার না করেও অবাচনিক ভাব প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শুধু মাত্র অবাচনিক ভাষা প্রয়োগে একজন মানুষের মানসিক অবস্থার বোঝা যায়। জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলে সহজেই অনুমেয় যে তিনি রেগে আছেন। আমাদের সমাজে বড়দের সাথে রেগে গিয়ে রাগ প্রদর্শন করা যেহেতু সমর্থন করে না সেক্ষেত্রে এই অবাচনিক ক্রিয়া থেকেও সাধারণত ছোটরা বিরত থাকেন।

ছ) নতুন কাপড় পরে বা নতুন চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে বা বড় কোন পরীক্ষায় অংশ নেয়ার আগে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সালাম বা প্রণাম করে যাওয়া আমাদের সামাজিক রীতির খুবই স্বাভাবিক একটি দৃশ্য।

৪.২.২.৫ ধর্মীয় আচরণ প্রভাবিত অঙ্গভঙ্গি

ক) আমাদের দেশে সাধারণত বয়সে ছোটরাই সৌজন্য বা কুশলতার আলাপচারিতায় সামাজিক রীতি বা ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রথমেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম, গড় হয়ে প্রণাম প্রভৃতি করে থাকেন। বিশেষ ধর্মীয় উৎসবে (ঈদ, পূজা) পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনজন এবং সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় অঙ্গভঙ্গি করার রেওয়াজ আমাদের সমাজের পরিচিত চিত্র।

খ) পাশাপাশি উৎসবকালীন সময়ে (বিশেষ করে ঈদ উৎসবে) বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম করা হলো ছোটদের ঈদি বা সালামি পাবার আকাঙ্খা প্রকাশ। সে কারণে উৎসবকালীন সময়ে ছোটরা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সালামের উদ্দেশ্যই হলো তাঁদের কাছ থেকে অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

গ) আবার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বয়সে ছোট হলেও বয়সে বড় ব্যক্তি ছোট ব্যক্তিটিকে উৎসবের (ঈদ, পূজা, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি) সময়গুলোতে সম্মানার্থে পায়ে ধরে সালাম বা প্রণাম করার রেয়াজও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে।

৪.২.২.৬ অবাচনিক ক্রিয়ার প্রকাশ

কথন কৃতির ভাষিক উপস্থাপনে সন্তোষ শর্ত প্রভাবিত অবাচনিক ক্রিয়ার বিভিন্ন সামাজিক আচরণ লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ (পিতা-মাতা, বড় ভাই-বোন, পরিবার পরিজন, স্বামী প্রভৃতি), আর্থ-সামাজিক এবং সামাজিক পদমর্যাদা বলে অগ্রসর ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা প্রভৃতি ব্যক্তি হাতের ইশারাতে আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ দান করলে অন্যরা সেই অনুযায়ী ক্রিয়া করে থাকেন। শিক্ষার্থীগণের উপাত্ত থেকে বোঝা যায় অনেক সময় শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে হাতের ইশারায় তাঁদের আদেশ বা নিষেধ করে জায়েগায় বসতে বা কথা না বলতে নির্দেশ করলে তা তাঁরা সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

৪.৩ পর্যালোচনা

প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা। ব্যক্তির ছোটবেলা থেকেই পারিপার্শ্বিক সমাজ হতে তার ভাষিক আচরণের পরিধি গড়ে ওঠে। সমাজ, সংস্কৃতি, আচার, অভিজ্ঞতা, প্রতিবেশ প্রভৃতি কারণে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভাষায় ব্যবহৃত বাচনিক-অবাচনিক ভাষিক উপাদানের উপস্থিতি বিশ্বজনীন অর্থের ধারণা প্রকাশ করলেও সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিবেশ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যক্তি একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনিক ক্রিয়া সংগঠিত করে থাকেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সংজ্ঞাপনগত আচরণের ভিন্নতা লক্ষ করা যায় কারণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমাজ থেকে বিভিন্ন আচরণগত উপাদান (আর্থ-সামাজিক, বয়সগত, লিঙ্গভেদে প্রভৃতি) গ্রহণ করে থাকে।

আলোচ্য গবেষণা কর্মে শিক্ষার্থীগণ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, আমাদের দেশের ভাষিক আচরণের প্রেক্ষাপটে ভাষা উপস্থাপনে সর্বনাম পদ, নামবাচক বিশেষ্য, সম্বোধন পদ প্রভৃতি ব্যাকরণিক এবং প্রতিবেশগত উপাদানের প্রয়োগগত ভাষা উপস্থাপনায় ব্যক্তি একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে সন্তোষ শর্ত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মাত্রা সবচেয়ে বেশি। ব্যক্তি তার সমাজের রীতি, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, বয়স, লিঙ্গ, ধর্মীয় অনুশাসন, আন্তরিকতা, প্রতিবেশ প্রভৃতি উপাদান দ্বারা সচেতন এবং অবচেতন ভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভাষায় সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বেশির ভাগ শিক্ষার্থীগণ তাঁদের চেয়ে বয়সে বড় ব্যক্তিকে 'আপনি' সম্বোধন করলেও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থানভেদে 'তুমি' বা 'তুই' বলেও সম্বোধন করে থাকেন। আবার সমবয়সী ব্যক্তিকে 'আপনি' সম্বোধন করে থাকেন শুধুমাত্র তার সামাজিক অবস্থানের কারণে। আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে লক্ষ করা যায় যে, একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশক শব্দের ব্যবহার অতি মাত্রায় প্রচলিত। বড়দের তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করার পরিবর্তে মামা, খালা, চাচা, ভাই, দাদা, আপা, দিদি প্রভৃতি সম্পর্ক নির্দেশক শব্দগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। এক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থান বা বয়স ততোটা গণ্য করা হয় না। তবে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে স্যার/ম্যাডাম সম্বোধন লক্ষণীয়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উত্তরদানের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শনে জী বা জী-না এবং সাধারণ অর্থে হ্যাঁ বা না শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় যার উদ্দেশ্যে উত্তর দেয়া হচ্ছে তার বয়স এবং সামাজিক অবস্থান। ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তরদানে, অবাচনিক ভাষিক প্রকাশের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। বয়স বা সামাজিক অবস্থানভেদে জোরে কথা না বলা, মুখে-মুখে তর্ক না করা, চোখ নামিয়ে কথা বলা, উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা প্রভৃতি আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের খুবই স্বাভাবিক ভাষিক আচরণ বলে গণ্য করা হয়। আবার বয়সে ছোট হলেও কেবলমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্কের সূত্রধরে পায়ে ধরে সালাম বা প্রণাম বা সম্ভাষণের ক্ষেত্রে পূর্বে সালাম বা নমস্কার দেয়ার রীতি সমাজে প্রচলিত আছে। শারীরিক স্পর্শের মাধ্যমে অবাচনিক ভাষিক উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভাষিক আচরণ লক্ষণীয়। আবার ডান হাতের ব্যবহারে (কাউকে খাবার বা জিনিস দেয়া) সামাজিক আচরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ব্যবহারে সচেতন বা অবচেতন অথবা নিয়ন্ত্রিত বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সন্তোষ শর্তের ধারণা অধিক মাত্রায় লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীগণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের প্রতিবেশে ভাষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থান সন্তোষ শর্ত দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। এছাড়াও ভাষা ব্যবহারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের

সম্মান প্রদর্শন আমাদের সামাজিক রীতির একটি গুরুত্বপূর্ণভাষিক উপস্থাপন। সমাজে নারী-পুরুষভেদেও ভাষা ব্যবহারে সন্তোষ শর্তের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। আলোচ্য গবেষণা কর্মে শিক্ষার্থীদের সামাজিক প্রতিবেশে সুখময়তার শর্ত প্রভাবিত প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত সামাজিক আচরণের কিছু বাচনিক ও অবাচনিক ভাষিক উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

রফিকুল ইসলাম ওপবিত্র সরকার (২০১২)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* (সম্পাদিত)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান (২০০৮)। *উপমা- চিত্রকল্প ও প্রতীক চিহ্নের নন্দনতত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান (২০১৩)। ''বাংলা পরোক্ষ কথনকৃতি বিশ্লেষণ'', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ 50, সংখ্যা 2-3।

Chusni Hadiati(2019). "*Theory and Practice in Language Studies*", Vol. 9, No. 6, pp. 700-705,

DOI: http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0906.13. ISSN 1799-2591

Crop H. Richely(2001). "*Cultural Anthropology: Understanding Ourselves and Others*" *(*5th Edition). McGraw-Hill. ISBN 0-07-238152-3

Dan Sperber&Deirdre Wilson (1986). *Relevance: communication and cognition*. Oxford: Basil Blackwell.

George Yule (1996).*Pragmatics*. Oxford: Oxford university press.

John L. Austin (1962). *How to do things with words*. University of Harvard.

John R. Searle (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mark L. Knapp&Judith A. Hall(2010). *Nonverbal communication in Human Interaction*. Boston: Wadsworth.

Penelope Brown & Stephen C. Levinson, S (1987). *Some universals in language usages*. Cambridge: Cambridge university press.

Roger Brown, &Albert Gilman (1960). "The Pronouns of Power and Solidarity". In T. A. Sebeoki (Ed.), *Style in Language* (pp. 253-276). Cambridge, MA: MIT Press.

Robert M. Krauss&Susan R. Fussell (1996). *Social psychological models of interpersonal communication.* Guilford, New York, 655-701.

Zaenuddin Hudi Prasojo (2013). *Introduction to Anthropology*. *Pontianak: STAIN Pontianak Press.*